কক্সবাজারের উন্নয়নে ১০৭ কোটি টাকার প্রস্তাব, আনন্দিত এলাকাবাসী

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 10 November 2026, 09:10 PM | বিভাগ: সারাদেশ



কক্সবাজারের উন্নয়নে ১০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৯টি নতুন উপপ্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাবের খবরে আনন্দিত এলাকাবাসী। দীর্ঘদিনের সড়ক, ড্রেনেজ ও জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানে সরকারের এমন

উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন কক্সবাজার সদর, রামু ও ঈদগাঁওয়ের বাসিন্দারা। সংসদে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য আলহাজ্ব লুৎফুর রহমান কাজলের তৎপরতাও নতুন আশার সঞ্চার করছে।

সোমবার (৯ নভেম্বর) জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে কক্সবাজার পৌরসভার সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খানের পক্ষ থেকে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম সংসদে লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন।

সংসদে দেওয়া তথ্যমতে, কক্সবাজার পৌরসভার বর্তমান চাহিদার ভিত্তিতে আরও ৯টি উপপ্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি সড়ক ও ড্রেন উন্নয়ন এবং দুটি ড্রেন নির্মাণ ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত। এসব উপপ্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৭ কোটি টাকা।

এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) আওতায় বাস্তবায়নাধীন রিজিলিয়েন্ট আরবান অ্যান্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে কক্সবাজার পৌরসভায় ২৫ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে সড়ক সম্প্রসারণ, ড্রেন নির্মাণ, সড়কবাতি ও ফুটপাত নির্মাণের কাজ চলছে।

একই প্রকল্পের আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আরও ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নকাজ গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব কাজের দরপত্র ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে আহ্বানের সম্ভাবনা রয়েছে।

পাশাপাশি আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্পের আওতায় ৩৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩ দশমিক ১৩ কিলোমিটার নতুন ড্রেন নির্মাণ, ৬৬৬ মিটার খাল পুনঃখনন এবং ১০টি আরসিসি বিক্স কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে কক্সবাজার শহরের পানি নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে, এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কক্সবাজার সদর, রামু ও ঈদগাঁওয়ের মানুষের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, সংসদ সদস্য আলহাজ্ব লুৎফুর রহমান কাজল এলাকার উন্নয়ন, যোগাযোগব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং নাগরিক দুর্ভোগ লাঘবে সংসদে ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

এলাকাবাসীর প্রত্যাশা, প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কক্সবাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। পর্যটননগরীর পাশাপাশি সদর, রামু ও ঈদগাঁওয়ের অবহেলিত জনপদেও উন্নয়নের সুফল পৌঁছাবে।

তবে ১০৭ কোটি টাকার ৯টি উপপ্রকল্প এখনো প্রস্তাবিত পর্যায়ে রয়েছে। অনুমোদন ও বাস্তবায়ন হলে কক্সবাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

© 2026 আপনার নডিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।